প্রথম প্রকাশ :

কবিপক্ষ ১৩৫৭

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমিতা দেবী কর্তৃক ৪৭।২ রমেন্দুপ্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া, হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধরণীকান্ত ঘোষ কর্তৃক নিউ লক্ষ্মীশ্রী প্রেস ১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কবিবরেষু
ও
শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়
কবিশেখরেষু

পরিচায়িকা

'চৈত্ররথ' প্রকাশিত হইল। এইটি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলিতে কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস নয়—এইটি প্রথম সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলি বাতায়ন, দেশ, পরিচয়, উত্তরা, জয়শ্রী, সংহতি, ভারতবর্ষ, নিরুক্ত, অর্চনা, বর্তমান, বিচিত্রা, অলকা, পূর্বাচল, মাসিক বসুমতী, কবিতা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার সবগুলি বর্তমান সংকলনে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। গদ্য কবিতাগুলিকে এই সংকলনে একেবারেই বাদ দিয়াছি। সংকলন-কালে ধারাবাহিকতা মোটামুটিভাবে রক্ষা করা হইয়াছে—কবিতাগুলির রচনা বা প্রকাশের তারিখ ধরিয়া সাজানো হয় নাই।

গ্রন্থের নামকরণ করা হইল 'চৈত্ররথ'। অলকায় কুবেরের পুষ্পোদ্যানকে বলে চৈত্ররথ। কাব্য তো ভাবের অলকা-ভূমিরই ফুল। তবে এ কাব্য-বিতানে কবিতার যে কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেগুলির সমস্তই যে সুবিকশিত ও সুরভিত—এমন গর্ব করিতে পারি না। প্রকৃত কাব্য-রসিকগণই ইহার বিচার করিবেন। সাধারণ কবিতা ও সনেট—এই দুই পর্য্যায়ে কবিতাগুলিকে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক পর্যায়ের কবিতাগুলিকে আবার Reflective ও Amatorial—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সাজানো হইয়াছে। নিজের কবিতার সংকলন-কার্যে আমার নিজের উপর তেমন আস্থা নাই। ইহার কারণ, কাব্যের উদ্গাতা নিজেই সংকলন-কর্তা হইলে কবিতা-নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। অন্ধ, পঙ্গু ও বধির সন্তানকেও পিতা যেমন স্নেহ-বাৎসল্যে ফেলিতে পারে না, তেমনি কবিতা-নির্বাচনের ব্যাপারে কবিতার উদ্গাতা বাৎসল্যভাবে অনেক সময় পঙ্গু রচনাকেও বাদ দিতে কুণ্ঠিত হন। সেই জন্য নিরপেক্ষ বিচার, সহৃদয় পাঠকই অনেক সময় করিতে

পারেন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে একটি মহাজন-বচন স্মর্তব্য ; 'ভবানী ভ্রূকুটীভঙ্গং ভবো বেত্তি না ভূধরঃ'—ভবানী ভ্রূকুটীভঙ্গে কি মহিমা, তাহা ভূধর জানেন না—জানেন তাঁহার প্রাণপতি ভব বা মহাদেব। একথা সর্বথা সত্য না হইলেও এ বাক্যে কতকটা সত্য আছে। সেইজন্য কবিতার প্রকৃত বিচারক সেই কাব্যের কবি নাও হইতে পারেন।

এই গ্রন্থে আহৃত কবিতাগুলির ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে মৌলিক ও বাহির হইতে সঞ্চারিত—দুই-ই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পর ভাবের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু convention বা পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। রবি-পরিমণ্ডলের কবিকুলের রচনায় রবীন্দ্রনাথেরই ভাব-কল্পনার অনুসৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। এইগুলিকে রবীন্দ্রনাথেরই কবিতারই তরলায়িত ব্যাখ্যা বলা যায়। ইহাতে দোষের কিছু দেখি না। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করিবার বা ভুলিবার জন্য নূতনের মোহে 'উদ্ভট শ্লোক' রচনা করিবার চেয়ে নূতন আঙ্গিকে কাব্যে এই জাতীয় রস-ব্যাখ্যা ঢের বেশি বরণীয় বলিয়া মনে করি। কেননা ইহাও সৃষ্টিমূলক রচনা—কবিকে নূতন করিয়া ইহাতে আবিষ্কার করিবার প্রয়াস আছে। 'কবিতা রসমাধুর্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ'। আমার এই গ্রন্থের কোন কোন কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের তরলায়িত রস-ব্যাখ্যা বলা যায়। রবীন্দ্র-প্রস্তাবে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে যে গঠন-পারিপাট্য, সংযম-শৃঙ্খলা ও শান্তশ্রীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি ; ইহাকে রবীন্দ্র-প্রভাব বলিলে আপত্তির কারণ নাই ; অগৌরবও ইহাতে নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপন্থা যদি হয় থিসিস্, রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত হইবার জন্য যাঁহারা কবিতা রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের কাব্যপন্থা একটা এন্টিথিসিস্ বৈ কিছু নয়। ইহা একপ্রকার প্রতিক্রিয়া। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী নূতন এক কাব্যপন্থাই হইবে ইহার সিন্‌থিসিস্। আমার বিশ্বাস, তাহাই হইবে ভবিষ্যতের

সমন্বয়মূলক কাব্যপন্থা। যাহা হউক, রবীন্দ্রোত্তর যুগের যে সব কবির কবিতা অস্পষ্টতা, শব্দ-প্রয়োগের তির্যকতা অথবা শাব্দিক ব্যায়াম, অসঙ্গত অন্বয়ের সমাবেশ ইত্যাদির দায়ে লোককান্ত হইতে পারে নাই, তাঁহাদেরও যে দুই চারিটি কবিতা পাঠকের হৃদ্য হইয়াছে, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে রচিত বলিয়াই। এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিবেন কিনা জানি না; কিন্তু কথাটি সত্য।

এই গ্রন্থে আহৃত কবিতাগুলির মূল প্রেরণা উল্লাস-রস। তবে উল্লাস-রসের অসংযম কোথাও হয়ত ঘটে নাই। আমি কাব্যে অস্পষ্টতা ও বিমূর্ত আকার-হীনতার যেমন পক্ষপাতী নই, তেমনি অতিভাষণ বা আস্ফালনেরও সমর্থক নই। সাম্প্রতিক কবিতা বলিয়া যাহা রচিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, কাব্যের সংজ্ঞারই এখন যেন পরিবর্তন ঘটিতে চলিয়াছে। আমাদের এতদিনের যে কাব্য-সংস্কার, তাহাতে শব্দ-চয়নে ও পদ-প্রয়োগে কাব্য-সুলভ ধ্বনিময়তা, প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতা, অনতিব্যক্ততা, সুসংহত আঙ্গিক এবং ভাবাঙ্গের পারস্পরিক সঙ্গতি ও ক্রমাভিব্যক্তি ইত্যাদিকে অপরিহার্য বলিয়া ধরা হয়। কবির বক্তব্যকে পাঠক যতক্ষণ না নিজের অন্তরের কথা বলিয়া মনে করিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা একা কবিরই কথা হইয়া রহিল—পাঠকের হইল না। ইহা 'কবিতা হইয়া ওঠা'র পক্ষে বিরাট বাধা। communicating-power-ই কবিতার বড় শক্তি।

রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের দুই জন সুবিখ্যাত সিদ্ধ কবির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল। ইঁহাদের দুই জনের অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। বিশেষতঃ কবিশেখর আমার নামে তাঁহার 'গাথাঞ্জলি' কাব্য-গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া আমাকে স্নেহ-বন্ধনে নিবিড় করিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। ইঁহারা উভয়েই বর্ষীয়ান্ কবি।

অতএব গ্রন্থ-উৎসর্গের ইহাই বিশেষ সুযোগ। ইহাদের নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করিলে ইহাদের গৌরব কিছুমাত্র বৃদ্ধি পাইবে না, কেবল আমি তৃপ্ত হইব ও আমার গৌরবই বৃদ্ধি পাইবে।

এই সংকলন-গ্রন্থের উদ্গাতা আমি হইলেও ইহার পরিকল্পনাকৃৎ ও মুদ্রণযজ্ঞের অধ্বর্যু অধ্যাপক-বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীসনৎকুমার মিত্র, এম-এ; তাঁহার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক স্মরণ করিয়া তাঁহাকে এজন্য মামুলী ধন্যবাদ্ দিয়া, বিষয়টির গুরুত্বের লাঘব ঘটাইতে চাহি না। তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ অসম্ভব হইত। গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যাপারে যাঁহাদের উৎসাহ পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী ডলি রায়চৌধুরী, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক, আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক শ্রীঅমলাঙ্কুর সেন, এম্-এ, অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রীমতী মিনতি মিত্র, এম্-এ, ডি-ফিল্, কাব্যরসিক চিকিৎসক-বন্ধু ডাঃ বলাইচাঁদ ঘোষ, ডি এম্. এস্ এবং তরুণ কবি ও শিক্ষাব্রতী স্নেহভাজন শ্রীঅজিতকুমার রায়চৌধুরী, এম্-এ. বি. টি. র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য! শ্রীমান্ অজিতকুমারের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এই গ্রন্থ-প্রকাশে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

একটি প্রার্থনা

একটি প্রার্থনা

অনেক অনেক বীজ অন্ধকার মৃত্তিকার ঘরে
এক কণা সৌরকর তরে
বুকে নিয়ে প্রকাশের উন্মুখ কামনা,—
পেলব প্রাণের আর্তি, অপেক্ষিত স্ফুট-সম্ভাবনা
নিত্য ম'রে যায়,—
অ-প্রকাশের বেদনায়।
তাদের সোনার স্বপ্ন নিত্য কত-শত
অরূপের অন্ধকারে
ব্যর্থ হয়ে যায় অবিরত।

আমার এ-হৃদয়ের প্রকাশ-উন্মুখ বাণী কত
অস্ফুট বীজের মত
হতাশায় ম'রে যায় বারম্বার বক্ষের অতলে ;
প্রকাশের হে সবিতা, অবরুদ্ধ হৃদয়ের তলে
পাঠাও ক্ষণিক তব কর ;—
বেদনা-কাতর
বন্দী এ প্রাণের মাটি টুটে,—
একটি গানের ফুলও জীবনে উঠুক মোর ফুটে।

কবি

কবি আমি, চির ব্যথার ব্যথী গো,
সবার চেয়ে যে দুঃখী ;—
সবার বেদনা চিত্তকে মোর
করেছে মর্ম্মমুখী।
বনস্পতির পতনের দুখ
যেমন বেদনা হানে—
আমার বিধুর প্রাণে,—
তেমনি কুঁড়িরও প্রকাশ ব্যথায়
রই পর্য্যুৎসুকী।

অগ্নি-জ্বালায় জ্বলিয়া দীর্ণ
গিরির পাষাণ হৃদি ;
অগাধ সিন্ধু আছাড়িছে কূলে
হারায়ে বুকের নিধি।

রিক্ততা নিয়ে একা-একা ধুধু
কাঁদিছে বিশাল মরু—
নাই ফুল, ফল, তরু ;—
সবার ব্যথায় আতুর আমি যে ;
তোমরা দেখিছ সুখী ।

আর্ত-ভুবন ডাকে চারিদিকে—
পেতে এ হিয়ার সাড়া ।
বেদনা-শল্যে বিদ্ধ হৃদয়ে
ঝরে যে রক্তধারা ।
তৃণ-অঙ্কুরে শিশির-অশ্রু
ঝরে নিতি নিরালায় ;
তারারাও নিরুপায়
ছলো ছলো চোখে তাকায় এ মুখে
নভ-বুকে দিয়ে উঁকি ।

ক্রৌঞ্চীর শোকে বেদনা-ব্যথিত
রচেছি প্রথম শ্লোক,—
(জানি না সে বাণী সৃজিল কখন
রসের অমৃতলোক) ।
আদি বেদনার সেই সে প্রবাহ
নিঃসাড়ে তলে তলে
নিয়ত বহিয়া চলে ।
আজো নিখিলের বেদনা আমাকে
করে তাই উন্মুখ-ই ।

মনের অসুখে ভুগি আমি, তাই
হিয়া মোর জরোজরো।
ব্যথার আঘাত সহিবার তরে
কার প্রাণ এত বড়ো ?
দুঃখ-বিষের বেদনারে একা
গোপনে বহিয়া প্রাণে—
মাধুরীর সুধা দানে
বিমুখী চিত্ত করি যে নিত্য
আনন্দ-কৌতুকী ॥

সূর্য-কামনা

মাটির বক্ষে কাঁদিছে বীজের
ফুটন-সম্ভাবনা,
ওগো তপন, সোনার তপন,
পাঠাও দ্যুতির স্বর্ণ-কণা।

আলোর স্বপন সে হেরিছে অবিরত ;
অ-প্রকাশের তীব্র বেদনা-হত,
বন্দী প্রাণের রুদ্ধ কামনা যত
উন্মুখ, উন্মনা !
ওগো তপন, সোনার তপন,
ফোটাও স্বপন-সম্ভাবনা !

যে আছে আঁধারে,—আলোর ভুবনে
সে আজ প্রকাশ মাগে ;
তেজের পিপাসা মিটাও তাহার
অ-লোক রশ্মি-রাগে !
বীজের বিহগী বহু প্রতীক্ষমানা,—
অন্ধ-অতলে মেলিতে চাহিছে ডানা ;

সে চায় তাহার অংকুর-পাখা 'পরে
গতির উন্মাদনা !
ওগো তপন, সোনার তপন,
পাঠাও দ্যুতির স্বর্ণ-কণা !

জাগাও, জাগাও, সুপ্ত যা' আছে ;—
ভাঙো এ তিমির-বাঁধ !
কৃপণ মাটির গভীরে পাঠাও
মুক্তির সংবাদ !
বিষ-বাষ্পের উগ্র বেদনা কত
জমেছে অতলে ; মরে যাক্ তারা যত ;
সার্থক কর বীজের তীব্রতম
বৃহতের এ-বেদনা !
ওগো তপন, সোনার তপন,
ফোটাও ভ্রূণের সম্ভাবনা !

তুমি ভুবনের রূপ-দর্পণ ;—
যে কাঁদে অন্ধকারে,—
প্রকাশ-মন্ত্রে আনো আনো ডেকে
রূপের জগতে তারে !
তুমি নিখিলের প্রাণের নিত্য-ছবি ;
তুমি তমসার তামস-হর্তা রবি,
উজ্জীবনের গান দাও তারে কবি,—
আকুল এ-প্রার্থনা !
ওগো তপন, সোনার তপন,
ফোটাও বিরাট সম্ভাবনা !

প্রাণ-গঙ্গা

মরুময়, মৌন-চিত্ত-শ্মশানের ভস্ম ফুঁড়ে জাগে
প্রেতের আহ্বান ;—
মুখ্য ভয় মরণের গান !
নেই সেথা স্বপ্নময় পুষ্পিত লতার পেলবতা,—
জাগে নিত্য বন্ধ্যার ব্যর্থতা।
শ্যামল প্রাণের পুণ্য আশীর্বাদ-শুচি,
আজ সেথা হতে গেছে ঘুচি।
সে-যে আদি-সুপ্তি-মগ্ন ধরিত্রীর মত
আজি সুপ্তি-রত।
এ-শ্মশানে কে ফোটাবে ফুল ?
চারিদিকে ভস্ম-সমাকুল
এ-মাটির বক্ষ ফুঁড়ে কে জাগাবে জীবনের গান ?
জাগাতে প্রসুপ্ত প্রাণ
পূর্ব যুগে, আদি ধরিত্রীর,
এনেছিল যে তাপস পূতধারা পুণ্য জাহ্নবীর,
জীবনের অভিসারে পাথেয়-সঙ্গীত দিতে তারে,
প্রাণের স্পন্দন-লীলা জাগাতে তটের চারিধারে,—
আজ সেই দুঃখ-জয়ী প্রাণ
সু-দুস্তর তপস্যার তাপসে যে জানাই আহ্বান।

অতিক্রমি' এ-দুর্লঙ্ঘ্য মরুভু-পর্বত,
সঞ্জীবনী-সাধনায় সিদ্ধকাম, নব ভগীরথ
মৃত্যুহীন সুন্দরের জটা-উৎস হ'তে
নির্বারিত পুণ্য-স্রোতে
নিয়ে এসো আজ নব-প্রাণের জাহ্নবী !
অমৃত প্রসাদ তার লভি'
শ্মশান এ-চিত্তভূমি
নবরূপে উঠুক কুসুমি' !
সে ডাকিছে নিয়ত তোমারে—
সঞ্জীবনী-সুধা-মন্ত্রে গান দাও, গান দাও তারে !
পরিপূর্ণ জীবনের আয়োজনে,
হৃদয়-প্রাঙ্গণে,
জাগুক পুষ্পিত স্বপ্ন-লতা,—
ঘুচে যাক বন্ধ্যা মূক মরুর রিক্ততা !
জীবনের পুণ্য-তীর্থ-তট তলে,
অশ্রান্ত-কল্লোলে,
আসুক আবার,
মরণের শঙ্কা-ভাঙা, উচ্ছ্বসিত প্রাণের জোয়ার ॥

দ্বীপ

পরিত্যক্ত আবর্জনা ভেসে এসে চারিদিক হ'তে
জমে যদি স্রোতে,
দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে
আরও তাতে রাশি রাশি জটিল জঞ্জাল এসে জমে,
বন্ধ হয় চিরতরে প্রবাহের পথ।
সেই সব সৃষ্টিছাড়া জঞ্জালের বিশাল পর্বত
মনোরম দ্বীপ হ'য়ে দেখা দেয় শেষে।
তারপর বরষার প্লাবনে পাহাড়ী ঢল এসে
ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় সব অকস্মাৎ,
মুক্ত করে স্রোতের ব্যাঘাত।
বাসনার ছন্নছাড়া জটিল জঞ্জাল কতশত,
ইচ্ছার তরঙ্গে শুধু টেনে এনে প্রত্যহ, নিয়ত
রুদ্ধ করি প্রাণ-স্রোত ; আপাত শোভার শষ্পে ঢেকে
গ'ড়ে তুলি দ্বীপ এক ; খুসি হই তাই দেখে দেখে।
বুঝিনে এ দ্বীপ শুধু ইচ্ছার অসার আবর্জনা
আপনার বন্ধন রচনা।

বসে থাকি সে বিচ্ছিন্ন ছোট সীমানায়,
রুদ্ধ স্রোত আবর্তনে ডেকে ফিরে যায়।
পারে না সে ভেঙ্গে দিতে এ দ্বীপের কারা,
হারায় আপন পথ প্রাণের সহস্র মুক্তধারা।
সুদূরে বিচ্ছিন্ন থাকি ; প্রাণের সংবাদ
কোথায় পৌঁছাবে,—শুধু রুদ্ধ স্রোত করে আর্তনাদ ;
মুক্তি মাগে মাথা ঠুকে গর্জনে-নর্তনে
একাকী নির্জনে থাকি একান্ত নিশ্চিন্তে অন্যমনে।

তারপর একদিন তোমার গোপন গুহা হ'তে
প্রেমের পাগল বন্যা নেমে আসে ; সে-উদ্দাম স্রোতে
ভেসে যায়, ধুয়ে যায়, অজস্র জঞ্জাল ছন্নছাড়া :
লুপ্ত হয় এ দ্বীপের কারা।
অনেক জমান উঞ্ছ-উপাদান, পুঁজি
চারিধারে হাতাড়িয়া খুঁজি :—
প্লাবনের টানে যবে অকস্মাৎ ভেঙ্গে যায় ভুল,—
দেখি, নেই কোনখানে কূল ॥

অবশেষে

শীতের তরু শীর্ণ শাখা হ'তে
ঝরিয়ে দিলো শুক্‌নো পা ্তার দল
রইলো না ও আঁকড়ে কোনোমতে
প্রাণের যতো পুরানো সম্বল।
যে অতিথি এলো বুকের দ্বারে,
নিঃশেষে সব বিলিয়ে দিয়ে তারে
এক নিমেষে ভুললো যে ওর প্রাণ—
মরা দিনের গান।

ও জানে, যার ফুরিয়ে গেছে বেলা,
এসেছে যার যাবার পথের ডাক,—
মিথ্যে তারে সাজিয়ে রাখার খেলা—
ধূলাতে তা' চরমগতি পাক্‌।
—তাই উদাসীন নিজে নিজের প্রতি ;
নীরবে সয় বিপুল আত্ম-ক্ষতি—
নতুন স্মৃতি আন্‌বে ডেকে ব'লে
পুরাতনের কোলে।

জীবনটাকে তাই ও বারে বারে
দেখি কেবল নতুন করে পায়।
তাই তো ফাগুন শ্যামল উপহারে
সাজায় ওরে নতুন চেতনায়।
হরণ-পূরণ, গতায়াতের হাটে
খুশির নেশায় দিবস যে ওর কাটে ;
জীর্ণতা ওর রাঙিয়ে করেন তাজা
রঙ্‌মহলের রাজা !

ক্ষতির ভয়ে থাকি আমি যত
আঁকড়ে ধ'রে জীর্ণ প্রাণের পুঁজি,
চলার গতি হারিয়ে ফেলি তত ;—
পাইনে আপন সার্থকতা খুঁজি।
তাই তো জরা কেবল পদে পদে
হরে প্রাণের মাধুর্য-সম্পদে ;—
জীবনটাকে বস্তু-বাঁধন-ডোরে
বাঁধে কঠিন ক'রে।

ও ব'লে যায় বুকের দুয়ার খুলে ;
'নতুন ক'রে ভরো প্রাণের ডালা।
গেঁথো নাকো এক ফাগুনের ফুলে
আর-এক নতুন ফাগুন দিনের মালা।
সময়-হারা নয় গো কেহ নয় ;
জম্‌লো যত পুরানো সঞ্চয়—
ধূলার জিনিস ধূলায় ক'রে দান,
রেখো প্রাণের মান।'

বাণী

নদীর বারি দূর সাগরের টানে
চল্‌ছে ছুটে মিলন-অধীর প্রাণে ;
উছল ঢেউয়ের বক্ষ ব্যেপে
বুকের ভাষা উঠ্‌ছে ছেপে
বেদন-ভরা আকুল কলতানে।

চাঁদের পানে সজল নয়ন তুলি'
জানায় চকোর মনের বাণীগুলি ;
চন্দ্রমা তাই লক্ষধারে
আলোর বাণী বিলায় তারে
দীপ্ত, উজল বুকের বাঁধন খুলি'।

ফুলের বাণী রয় পরাগের তলে ;—
ভ্রমর বুঝে লয় তা' পলে পলে।
শুভ্র নীহার-মাল্যখানি
জানায় শ্যামল তৃণের বাণী ;—
গগন-বাণী তারায় তারায় জ্বলে।

শাঙন দিনে মেদুর গগন-পটে
মেঘের বাণী তড়িৎ-রেখায় রটে।
নিশার তম গেলে মুছি'—
তুহিন-বাণী কুন্দ-রুচি
জাগে গিরির শিখর-অধর-তটে।

বন্দী মাটির বুকের কারা টুটে
হিয়ার বাণী কুসুম হয়ে ফুটে;
তারুণ্যেরি চিকণ শ্রী-তে
পাতায় সবুজ দীপালিতে
বনের বাণী রঙ-ঝরণায় ছুটে।

নিশার বাণী জানায় আলোর শিখা;
উষার বাণী অরুণ-রাগে লিখা।
দখিণ হাওয়ার উতল বাণী
শুনে ফাগুন পরায় জানি
ধরার ভালে গভীর রঙের টীকা।

স্বপ্নে রচা আমার রঙিন বাণী
ধূসর ধরায় বিছাই আমি আনি'।
স্থলে-জলে গগন-তলে
আমার বাণী সদাই ঝলে—
নিত্য রচে ধ্যানের ভুবন খানি॥

বসন্ত-আলাপনী

ঋতুর অধীপ এলেম আবার, পাওনি কি মোর সাড়া?
দেখোনি কি রসালশাখে মুকুল মাতোয়ারা?
আবির-আগুন-আখর দিয়ে পলাশ গাছে গাছে
আমন্ত্রণী-লিপি লিখে পাঠাই তোমার কাছে;
দেখোনি কি গ্রামের পথে সজিনা ফুল ওই
বরণ ক'রে তুল্‌তে আমায় ছড়ায় শুধু খই?
রাজার নকিব পিকেরা গায় নান্দী অনুক্ষণ,—
শুনেও কি তা জাগাচ্ছে না একটু শিহরণ?
ফাগে অরুণ পল্লবে মোর উত্তরী অধীর
কও দেখি ভাই ওড়ায়নি কি দখিনা সমীর?
বনস্থলী উড়িয়ে কেতন দেয় অভিনন্দন;
তোমার ঘরেই হয় নি শুধু বরণ-আয়োজন।

কবি তুমি, তোমার কথাই সবার আগে ভাবি!
তোমার কাছেই আছে আমার বোধন-গীতের দাবী।

তোমার হাতে বাঁধা আমার অনেক কালের রাখী ;
স্বপ্নযুগের সেসব কথা ভুলেই গেলে নাকি ?
বর্ষশেষের এই অতিথির বাড়াতে গৌরব
তুমিই প্রথম গাইতে আমার, ছন্দে গাঁথা স্তব।
স্বর্ণযুগের সুন্দরীদের চরণ-আঘাত লেগে
রক্ত অশোক শাখায় শাখায় উঠ্‌তো সেদিন জেগে
ফুট্‌তো বকুল নর্মসখির মুখের মদিরাতে ;
সেদিন মোদের মিলন হতো স্বপ্ন-অলকাতে !

অদৃশ্য কোন্ সাতটি নলা হয়ে কুহুধ্বনি
পথিক বধূর পরাণ নিতে উঠ্‌তো রণরণি।
বিলাস-কলা-নর্মলীলায় হর্মে, উপবনে
সেদিন হতো প্রীতির আলাপ নাগরীদের সনে।
উজ্জয়িনীর গৃহোদ্যানে, যক্ষবধূর পুরে
সাড়া আমি জাগিয়ে দিতেম লক্ষ রোমাঙ্কুরে।
রথের কেতন উড়তো যখন অশোক ফুলে ফুলে—
বধূরা বাস রাঙাতো সব বাসন্তী রঙ্ গুলে।
মদন পূজা-করতো সুরু অনূঢ়া কামিনী,
ঝরা অশোক সিঁথেয় প'ড়ে হতো সীমন্তিনী।
মধুৎসবের কোলাহলে বিদিশা-বিপিন
হোলীর লীলায় মুখর হয়ে রইতো সারাদিন।
যোগী-ঋষির মানসে মোর হতো যে সঞ্চার ;
তাপস হরের ধ্যান ভাঙানো সাক্ষী যে ভাই তার।
সাক্ষী রতি, বিলাসবতী, মালবিকার দল,
সাক্ষী অশোক আজও—তুমি ভুল্‌লে কি কেবল ?

সেই পুরাতন এসেছি আজ, ও উদাসীন কবি !
প্রীতির দাবি, স্মৃতির চাবি হারিয়ে গেল সবি ?

গত যুগের প্রিয়ার হাসি অশোক-শোণিমায়
চোখে তোমার পড়ে না আজ। হায় গো কবি, হায়।
অতীত-স্মৃতি-রক্তে লেখা দেখেও লিপিখানি
আদর ক'রে শুধালে না একটি কুশল বাণী?
ফুলের ভাঁড়ার ঘরে তোমার রেখেছিলেম মধু;
অবশেষে মধুব্রতেই বিলিয়ে দিলেম বঁধু!
ডাক্‌তে এসে দখিনা মোর পায় নি তোমার সাড়া!
গৃহের মাঝে ব্যস্ত কাজে ছিলে আপন-হারা!

বন্দনাতে নন্দিত নয়,—পুষ্পিত মোর বাণী।—
কুণ্ঠিত তাই বিকাশ সখা, ব্যর্থ লিপিখানি।
ঊষর নিদাঘ আস্‌লে এবার—ভাব্‌বে সোজাসুজি,
শীতের পরেই হঠাৎ অকাল গ্রীষ্ম এলো বুঝি!
পাঁজির পাতায় খুঁজো তখন আমার আগমন—
অবজ্ঞাত এই অতিথির শুভাধিবাসন।

তবু আমি আস্‌ব-যাবো ধরার আঙিনাতে,
নতুন ক'রে খুঁজ্‌বো তোমায় মিলতে তোমার সাথে।
জীবন-খাতার পাতায় তোমার একটি বছর হায়,
মধুৎসবের মদির স্মৃতি-শূন্য গেল ভাই।
তোমার অভাব নিয়ে এবার যাচ্ছি তবে ফিরে;
ব্যথিত শ্বাস রেখে গেলেম আতপ্ত সমীরে॥

ফুল-ফোটানো

আমায় তুমি দিলে গানের
ফুল ফোটানোর ভার ;—
তাই তো বহি বক্ষে বোঝা—
সৃজন-বেদনার।
বিবশ প্রাণে দিবস-যামী
বুকের শোণিত নিঙ্‌ড়ে আমি
সবার তরে গানের কলি
ফুটাই অনিবার।

সংসারের এই রসোৎসবে
নেইকো পরিত্রাণ ;—
ডালিতে রোজ ভরতে যে হয়
সৃজন-ব্যথার দান।
পীড়ন সহি কত কাঁটার
খবর রাখে ওরা কি তার ?
তোমার ভার যে বইতে পারি
এ মোর অহঙ্কার॥

ট্রাজেডি

সীমাহীন সমুদ্রের অতল-গহনে,
ডুব দিয়ে দিয়ে কত অধীর, উৎসুক, অন্বেষণে
অসংখ্য রত্নের নুড়ি করেছি উদ্ধার ;
তবু একবার
মানুষের হৃদয়ের রত্ন-মঞ্জুষায়
প্রেমের যে মণি জ্বলে. তারে খুঁজে নিই নিতো হায়।

চিনেছি বিদ্যুৎপুঞ্জ ;—দীপ্তি দিয়ে তার
ভেঙেছি খনিরও অন্ধকার।
শুধু চিনে নিই নি কিছুতে
মানুষের মদালস চোখের বিদ্যুতে।

উড়েছি সুদূর শূন্যে পাখির মতন,
ছাড়িয়ে মাটির আকর্ষণ।
মাটির মানুষ—তবু এখনো শিখিনি ভালো ক'রে
হেঁটে যেতে মাটির উপরে—।
সহজে চল্‌তে পথে এখনো তো তাই
বারে বারে অপরের চরণ মাড়াই।

পৃথিবীর একপার হতে অন্যপারে
প্রতিদিন আশ্চর্য বেতারে
শুনি তো নতুন বার্তা, শুধু শুনি নাই
কাছের মানুষটির প্রাণের গোপন কথাটাই।

ধান

রাতের শিশিরে নেয়ে সকালের হলুদ রোদ্দুরে
সোনা হ'লো হেমন্তের ধান।
অসংখ্য ভরাট, তাজা প্রাণ
ছড়াল অজস্র স্বপ্ন মাঠে-মাঠে অবাধ আলোতে।
অবাক আকাশ হ'তে
সূর্যের আশিস্ ঝরে প্রপাতের মত।
দামাল ছেলেরা যেন অবিরত
গায়ে-গায়ে ঢ'লে পরস্পরে
লুটোপুটি খেয়ে খেলা করে।
শতকের অনাবাদী মাটির কঠিন ভেঙে-চুরে,
হাসে ওরা অলস রোদ্দুরে।
লক্ষ ভরা-প্রাণ বারম্বার
জানায় অযুত নমস্কার।
ওদের স্বপ্নের সোনা সকালের অলস আলোকে
অপরূপ দ্যুতি দিল ঘরে-ঘরে কৃষাণীর চোখে।

ওরা আনে আশ্বাসের মধুর ইসারা ;—
মনে হয়, তারা
অকুণ্ঠ খুশির সোনা যেন মাটি ফুঁড়ে
স্তবকে-স্তবকে আজ ছড়া'ল সমস্ত মাঠ জুড়ে,—
যাদের প্রাণের বহ্নি উপবাস-বিশীর্ণ কংকালে
গুমে গুমে নিভেছে অকালে ;—
তাদেরই অতৃপ্ত ক্ষুধা জীবনের মমতা-অগাধ,
আজ দেখ, হয়ে আশীর্বাদ
দেখা দিল হেমন্তের পুঞ্জ-পুঞ্জ ধানের সোনায়।
অযুত প্রাণের তৃপ্তি হায়
আদিগন্ত আছে যেন মিশে
এক-একটি এ-কনক শীষে।
আহা, ওরা হেলে-দুলে হেমন্তের হিমেল বাতাসে
বলে যেন সোনালি আশ্বাসে :
সুখী হোক্, সুখী হোক্, প্রত্যাশা-বিধুর লক্ষ প্রাণ ;—
ধন্য হোক্ ঘরে-ঘরে নবান্নের গান ॥

অনাগত

ফাল্গুনের ক্লান্ত-রোদে
প্রান্তরের তৃণ-গুল্ম-লতা
দেখেছে স্বপন ;—
অনাগত দিবসের
নব মঞ্জরীর স্মৃতি
জাগে বুকে ছবির মতন !
ওদিকের একপাশে
মৃত অশথেরো শুষ্ক বুকে
জেগেছে কামনা ;
দুটি কচি কিশলয়ে
যত্নে বুকে ধরে'
করে কত দিবস যাপনা ।
মদালস রৌদ্রে আজ
বাজে কার সুর—
কী যেন কী পাবার,আশ্বাস ;

প্রাণের কামনা যত
জড়তার লগ্ন শেষে
পেল আজ পুষ্পিত আভাস।
আমার জীবনে তার
সোনালি-স্বপন
আজো যেন হয়নিকো নত ;—
সীমাহীন অন্বেষণে
কারে যেন খুঁজে খুঁজে
প্রতীক্ষায় দিন হোলো গত!
সে কি আর আসিবে না?
জীবনের রুক্ষ বালুচরে
জাগে মরু-মায়া।
অনাগত লগ্ন মোর
মিছি স্বপ্ন ছিঁড়ে কভু
বাস্তবে তো পেল নাকো কায়া।

সুর

হায় সেকি শুধু আজ?
গোপনে আমারে ডাকিতেছ তুমি হৃদয়ের অধিরাজ।
অনাদি শূন্য জুড়ে,
দিবস-রজনী শেষহীন তব অনাহত সুরে সুরে
বাঁশরী তোমার চলেছে নিত্য গাহি'—
চিরদিন মোরে চাহি।
আমি কিছু শুনিনাকো;
তবু ডাকো, হায়, তবু তুমি মোরে ডাকো!
তুমি চাও মোরে লভিতে পূর্ণ ক'রে;
সুর তব ভ'রে' ভ'রে'
তুমি যে কেবল দিতে চাও মোর জীবন-বীণার তারে;
সংগতি যেথা—সেথায় আমারে টানো তুমি বারে বারে।

মন মোর চলে নাকো ;
সু-চির[illegible]। যেথা তুমি সদা থাকো।
দ্বন্দ্ব-দ্বিধার কত আলোড়ন জাগে বুকে অকারণে,
যাত্রার ক্ষণে-ক্ষণে !

সুর বুকে নিয়ে জন্ম যে আমি লভি।
তুমি শাশ্বত কবি,
আমার ছন্দ মিলাইতে চাও তোমার অনাদি সুরে ;
যে সুর তোমার সৃজিছে বিশ্ব অবিরাম ঘুরে ঘুরে।

একি বিচিত্র প্রয়াস তোমার, একি তব অভিলাষ ?
জন্ম-মরণ-সাগরের উচ্ছ্বাস
কখনো ভাসায়ে, কখন ডুবায়ে, কভু কূলহারা ক'রে,
তোমার সুরের অমৃত কূলে নিয়ে যেতে চায় মোরে।

জন্ম আমার তাই
আজ দেখি সে তো কোনো কালে কভু ব্যর্থ হয় নি হায়
এ যে শেষহীন জীবনের পথে থামা শুধু একবার !
আমারে ঘেরিয়া সুর তব বাজে সীমাহীন যাত্রার !

চৈতী হাওয়ার গান

মুকুল-সুরায় মাতাল হ'য়ে
ভর্-দুপুরে
নাচ্‌ছে বাউল চৈতী হাওয়া
ঐ যে ঘুরে !
সব পুরাতন স্মৃতির বালাই
করছে এখন পালাই-পালাই ;
ও তার—নাচের তালে শুক্‌নো পাতা
যায় যে উড়ে।

বল্‌ছে চপল—'বল্‌গা কঠিন
আল্‌গা করিস !
বাউরা হয়ে বাতিল যত
ছড়িয়ে দিস্ !

বেতাল হবার দিন যে এলো ;
দম্‌কা হেসে এলোমেলো
ভুল্‌বি কে আয় পিছন-ফেরা
সকল স্থুরে !'

'নাচ্‌তে কে চাস্‌ আমার সাথে
ঘূর্ণী-তালে—
ছড়িয়ে দেবার, উড়িয়ে দেবার
খোস্‌ খেয়ালে ?
পুরাতনের শেষ-বিদায়ে
উড়িয়ে দিবি পায়ে-পায়ে
মরা দিনের শুক্‌নো পুঁজি
অনেক দূরে !'

কুসুমেষু

কুসুমেষু

ওগো ও পঞ্চশর !
আজো কি রুদ্র রোষ-বহ্নিতে
দহে তব কলেবর ?
ভস্মের মাঝে আজিও দ্বিগুণ বলে
নির্বাণহীন কুসুম-শায়ক জ্বলে ;—
বিরহী এ হিয়া জতুসম তায় গলে ;—
জীর্ণ এ-পঞ্জর !
ব্যজনে-প্রলেপে তবু তনু-ব্যেপে
দাহ যে সুদুস্তর !
ওগো ও পঞ্চশর !

রুদ্র-জ্বালায় জ্বলিয়া, বহ্নি
জ্বালো এ হৃদয় 'পর !
সৃজন করিছ এমনি ধূম্র ঘোর—
দেখিতে পায় না তরুণ-নয়ন মোর ;

বাড়ে চুম্বন-তৃষা একি সুকঠোর—
বিশুষ্ক এ-অধর !
ক্ষুব্ধ কামনা শিখার রসনা
মেলিছে নিরন্তর ।

ওগো ও পঞ্চশর !
মনোময় তুমি নহ তো—মূর্ত্ত ;—
চির-অবিনশ্বর !
তাই প্রেম বুঝি শীতল, স্নিগ্ধ নয়,—
চন্দন-লেখা তুষানল মনে হয় ;
নিশি-শশাঙ্ক ছড়ায় এ দেহময়
অনল সুপ্রখর ।
ঘুচায়ে শান্তি দহে যে কান্তি
প্রদাহী বাসনা-জ্বর ।

ওগো ও পঞ্চশর !
বেদনা তোমার জ্বালা ময় জানি ;—
তবুও তা' মনোহর ।
বিরহ-অনলে যত পুড়ে মোর প্রেম—
তত হয় সে যে অমল, কষিত হেম ;
দুঃখের আলো বিলায় অমৃত, ক্ষেম ;—
চোখে জাগে সুন্দর !
দহনের বিষ মিঠা হয় আরও ;
অভিশাপে আনে বর ।

অত্যাশা

করুণ আমার তরুণ-শাখে

ক্ষণিক এসে বসলে পাখি ;

বাঁধ্‌লে নাকো কুলায় তব,

চ'লে গেলে কেবল ডাকি'।

মুঞ্জরিত এ'হিয়া মোর,

গানে-গানে করলে বিভোর ;

ভেবেছিলেম বাঁধ্‌বে বাসা,

হয়ত যাবে বক্ষে থাকি'।

বাঁধ্‌লে নাকো কুলায় তব,

ক্ষণিক শুধু বসলে পাখি !

গুন্‌গুনিয়ে আপন মনে
করলে শুধু সুরের খেলা ;
বুঝ্‌লে নাকো মনের ভাষা,—
কর্‌লে তারে অবহেলা !
চির-উধাও মানস-রথে
ছুট্‌লে আবার অচিন-পথে ;
বাঁধন-হারা বাউল, তোমায়
কেমন ক'রে ধ'রে রাখি ?
করুণ আমার তরুণ-শাখে
ক্ষণিক এসে বস্‌লে পাখি !

উমা-পরিণয়

মরণ ত্রিলোচন রুদ্র কী ভীষণ,—
কণ্ঠে দোলে হাড়মাল।
গরল গলে তার, পাবক অনিবার
ললাটে জ্বলে কি ভয়াল!
ত্রস্ত পদ-পাতে ধ্বস্ত সাথে-সাথে,—
ঘনায় বিভীষিকা ঘোর।
বিষাণ বাজে কানে প্রলয়-আ[illegible]—
খুলিছে মরণের দোর।
রুদ্র-পাশে এসে নীরবে হেসে হেসে
সাজালো বরবেশে কবি ;—
কৃত্তিপট তার অস্থিময় হার
হরিয়া একে একে সবি।
পরালো কি শোভন পুষ্প-আভরণ,—
মরণ হ'লো মনোচোর।
শঙ্কাহারা মনে জীবন-উমাসনে
বাঁধিনু বিবাহের ডোর।

প্রিয়া

বধূ আছে জানি অনেক নারীর মাঝে ;

প্রিয়া আছে শুধু একটি নারীর বুকে ;—

সে অরূপা আজও জীবনে দিল না ধরা

তনুদেহ ধরি' এই সীমায়িত সুখে।

বধূ হয়ে এলো অধরের' পরে নেমে ;

এলো না এ বুকে প্রেয়সী হয়ে সে প্রেমে ;

এসেছে জীবনে বাসনার সঙ্গিনী ;—

গোপন-চারিণী আসেনি কো সম্মুখে ;

মঙ্গল-দীপ হাতে নিয়ে অনুদিনই

প্রিয়া রয়ে গেল একটি নারীর বুকে।

দিনে দিনে তার রচেছি স্বপ্নছবি :
চাঁদ-চোঁয়া মুখ, হৃদয়-জুড়ানো ভাষা ;
জীবন-মরুতে হাতছানি দিয়ে ডাকে
নিশিদিন যার ছায়াতরু-ভালোবাসা।
স্মিত-সুন্দর স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
সন্ধ্যা তারার মত থাকে সদা ফুটি' ;
ভুবনে ভুবনে সুধা যত আছে জমা,
যার বক্ষের নিবিড়ে নিয়েছে বাসা ;
আপন আলোকে চেনায় যে মনোরমা,
মরুমাঝে যার ছায়াতরু-ভালোবাসা।

জানিনে আছে কি সুন্দরতর রূপে
সে পরমা কারো চোখে চোখে, অন্তরে ;
কাছে পেয়ে যারে মনে ভাবি, এই বুঝি।—
নিঙাড়ি' বিলাই নিজেরে নিঃস্ব ক'রে ;—
ভেঙে যায় ভুল—হয় যবে পরিচয় ;—
দেখি যারে চাই, সেতো নয়, সেতো নয়।
ভুবনের সেতো এলো না ভবনে মোর ;—
প্রিয়ার সতিনী জায়া হয়ে এলো ঘরে ;
কথা-কওয়া প্রিয়া জানিনে আছে কি মোর
গোপনে কাহারও চোখে চোখে, অন্তরে।

মূরতি তোমার স্বপ্নে বেড়াবে-সুখে ;—
প্রিয়া র'লে প্রেমে মর্মেই চিরদিনই ;

রূপ-কথা তুমি! রূপসী হয়ে এ বুকে
আস্‌বে না জানি স্বপন-সঞ্চারিণী!
কবে নাকো কথা, রবে শুধু দূরে দূরে;
বারে বারে এসে কাঁকন-ক্বণিত সুরে
নিয়ে যাবে ডেকে বিরহ-স্বর্গ-পুরে;—
হ'লে না কখনো বাসনার সঙ্গিনী।
রূপে যারে পাই, সে থাকে অধরে, বুকে;—
প্রিয়া র'লে প্রেমে মর্মেই চিরদিনই

সহজিয়া

প্রকাশ-কাতর ভালোবাসা তব মনের কোণে
হে পরমা, যদি ছলোছলো ক'রে ওঠেই ভ'রে ;
তবে তার সেই সহজ গতিরে কী অকারণে
হেঁয়ালিতে ঢাকো ?—বলো তারে বলো সহজ ক'রে ।

তুমি কি জান না—সারা নিখিলের মর্ম ছেয়ে
একটি সে বাণী ওঠে নিশিদিন সমুচ্ছ্বাসি'—
সহজের স্রোতে উদার আকাশ-বাতাস বেয়ে
'ভালোবাসি'—এই সরল ধ্বনিটি চলেছে ভাসি' ?

স্নেহরস নিতে বলিছে শিকড় মাটির তলে
সে সহজ বাণী—মূক মাটি তারে সহজে জানে ;
স্বচ্ছ ভাষায় প্রেমের যে বাণী সূর্য বলে,
সহজে পশে তা' অধীরা ধরার মুগ্ধ প্রাণে ।

মিনতি জানায় তটিনী তটের বুকের কাছে :
কলতানে তার মর্মের কথা সহজে কাঁপে ;
দখিনা সহজে যে বারতা খোঁজে লতায়, গাছে,
উত্তর তার জাগে পুষ্পিত স্মিত আলাপে ।

ফুলেদের কানে মধুপের প্রেম-গুঞ্জরণ—
সহজ বলা সে, প্রতিদানে দিতে বুকের সার
ফুল নিলাজেই প্রেমিক অলিরে অনুক্ষণ
ভালোবেসে, খোলে প্রেম-সুরভিত হৃদয়-দ্বার।

কারো নয় দেখি বাঁকা, দুর্বোধ প্রেমের ভাষা ;
মন দেওয়া-নেওয়া চলে অবিরাম, সহজ ছলে ;
তবে কেন তব মর্মে দ্বিধার ঘন কুয়াসা ?
প্রেম কেন ঢাকো চাতুরী জড়ানো কথার তলে ?

আমি সহজিয়া, সহজ রূপেই প্রেমেরে চিনি ;
আমি ভালবাসি অতল ভাবের সহজ খেলা ;
যে সহজ সুর ধ্বনিছে নিখিলে রাত্রি-দিনই,—
সে সহজ সুরে আজো কি এলো না বলার বেলা ?

ওষ্ঠে তোমার বাঁকা কৌতুকে কথার ছলা ;
বুঝিনা কিছুতে মূক মরমের ও-জটিলতা ;
যে কথা শুনিতে শ্রান্ত, হৃদয় জাগে উতলা,—
সহজ ক'রেই বলো শাশ্বত সে দুটি কথা।

নীরব থাকো

আজ অনেক কথা হ'লো না-ই বা বলা ;
শুধু নীরব থাকো !
জেনো না-বলা বাণী বলে অনেক কথা,
যা হারায় নাকো ।
এই লাজুক-ভীরু দু'টি কম্প্র বুকে
সেই নীরব ভাষা আহা ঘুমাক্ সুখে ।
শুধু বিজন ক্ষণে ব'সে অন্যমনে
হাতে হাতটি রাখো—
আর নীরব থাকো !

হায় কি কথা বলো আর বল্‌বে তুমি ?
কালো চোখের কূলে—
আজ হাজার কথা দেখি ঢেউয়ের মত
শুধু উঠ্‌ছে দুলে !—
ঐ হাজার কথার দেখি একটি মানে,
ভালো বাসার বাণী শুধু শোনায় কানে ;
গাঢ় এ-অনুভূতি মিছে প্রগল্‌ভতায়
হায় কেন বা ঢাকো ?
শুধু নীরব থাকো !

ছাখো রাতের তারা ঐ তন্দ্রাহারা
দূর গগন প'রে—
মূক আলোর ভাষায় তারা সোহাগ জানায়
শুধু পরস্পরে।
বলো মনের কানে সেই মৌন বাণী ;—
আজ বল্‌বে জেনো সে যে অনেকখানি ;
এই বিরল ক্ষণে ফোটে যে ফুল মনে
তার সুবাস মাখো
আর নীরব থাকো।

এই মনের কোণে কাঁদে যে-আকুলতা
তারে বিধুর করো !
এই না-বলা কথায় হবে সে-অনুভূতি
আরো নিবিড় তরো।
জেনো আধেক আলো আর আধেক ছায়া
এই দোঁহার মিলে জাগে রূপের মায়া ;
তাই কিছু বা বলায়, আর কিছু না বলায়
প্রেম- স্বপন আঁকো।
শুধু নীরব থাকো।

কাহিনী

আমার দীর্ণ মর্ম-প্রাচীরে
তিমির-পাষাণ টুটে,
একটু আশার বিশীর্ণ লতা
নীরবে লতিয়ে উঠে,
কখন বৃন্ত জুড়ি'
জাগায়ে একটি কুঁড়ি,
খুঁজেছিল বুঝি কিছু আলো, কিছু হাওয়া,—
এক পশ্‌লার শাঙনের দান ;
—সে-তো স্বল্পই চাওয়া !

তারপর কবে ঝ'রে গেছে তার
সেই সে শীর্ণ-কলি ;
ঘুরে ঘুরে কেঁদে ফিরে চ'লে গেছে
ব্যর্থ খুশির অলি ।
একটু দানের কণা
মিলিল না মিলিল না ;
—পেলে নিশ্বাস-বায়ু আর কিছু আলো,
প্রকাশ-কাতর এ-বুকের রাঙা
কুঁড়িটি ফুটিত ভালো ।

হাসির হাওয়ায়, দিঠির দ্যুতিতে
এক পশ্‌লার প্রেমে,
অন্ধ বুকের গন্ধ জাগাতে
তুমি তো এলে না নেমে।
মুমূর্ষু প্রেম দুখে,
কেঁদেছে আঁধার বুকে,
তুমি চিনিলে না, তুমি বুঝিলে না তা'রে ;
কাহিনী যে তার মূক হ'য়ে গেল
ফাটলের আঁধিয়ারে !

যে অবহেলায় ভালবাসা মোর
ম'রে গেল অভিমানে,
তারি অভিশাপে তোমার ও-প্রেম
চরম অসম্মানে
বহিবে আত্মক্ষতি,—
হারায়ে আপন গতি ;
ভেঙে দিয়ে তার উদার সম্ভাবনা,
হায় উদাসীনা, নিজেরেই তুমি
করেছ গো বঞ্চনা ॥

ফাল্গুনে

আজি—ফাল্গুনী-বনে দখিনা-পবনে লিপি পাঠায়েছে প্রিয়া ;
লেখা সেই লিপি আবির-আগুন দিয়া।
বিস্মৃত তার রঙিন বাসনা যত
পলাশের বনে ফুটে ওঠে শত শত ;
দাঁড়ালো অশোক ভুলে যাওয়া সেই হাসির পশরা নিয়া ;
লিপি পাঠায়েছে প্রিয়া।

আহা—ফাগুনী-নিশীথে, জ্যোৎস্না-হাসিতে স্বপন পাঠালো প্রিয়া,—
আলো-ছায়া-আঁকা দূর বনবীথি দিয়া।
লাজারুণ আভা প্রথম প্রেমের সুখে
পাঠালো চিকন কচি কিশলয়-বুকে ;
মুকুলে মুকুলে নব আশ তার ওঠে আজি মুকুলিয়া।
স্বপন পাঠালো প্রিয়া।

এই—নিখিল ভরিয়া অনুরাগ তার উঠিছে চঞ্চলিয়া
ছন্দে-গন্ধে,—কেবল আসেনি প্রিয়া।
কোথায় সে তনু—কোথা বাহু-বন্ধন ?
মর্ম-দাহিনী জাগে শুধু পরশন ;
ঘুরিছে ভুবনে ব্যাকুল বাসনা যৌবন বিকশিয়া।
আসে নাই শুধু প্রিয়া॥

কৃতার্থ

একটি মুকুলে ভরে নি এ প্রাণ—গাহেনিক' কোন পাখি ;—
শীর্ণ এ-শাখে ভুলে কোন' দিন রচেনিক' ক্ষণ-নীড় ;
কত বসন্ত ফিরে চ'লে গেছে ফেলে এ'রিক্ত শাখী।

দীর্ণ বুকের সম্বল নিয়ে ব্যথা ও বিস্মৃতির—
উন্মনা একা, চির-আশাহত, ছিলেম নিভৃত কোণে ;
ক্লান্ত পথিকও পায়নিক' আহা ছায়াটুকু সুনিবিড়।

হে বন-বিহগী, চ'লে যেতে যেতে কখন আপন মনে,
সহসা আমার শূন্য এ'বুকে নিয়েছিলে আশ্রয় ;—
ক্ষণিক কূজনে ভুলায়ে, আবার চ'লে গেলে সেই ক্ষণে।

আজো সে-স্মৃতির মধু-গুঞ্জনে ভ'রে আছে এ-হৃদয়।
নিঃস্ব-জীবনে একটি পাওয়াই সে যে চির-সম্বল ;
ক্ষণ-আতিথ্য দিয়ে যা' পেলেম, সে ত' ভুলিবার নয়।

কুসুমের মাস ফিরে যাবে জানি, ফুটিবে না কোন দল ;—
রিক্ত তরুর একটিই সুখ হ'য়ে থাক্ উজ্জ্বল ॥

অন্তঃশীলা

প্রেমের নদীতে নেই তার কোন গর্জিত কল-ভাষা ;
ফল্গুর মত বয় তার ভালোবাসা।
গোপনে সে তলে-তলে
নীরবেই ছুটে চলে—
তৃষিত হৃদয় তরে চির-উন্মুখ,
সহসা কখন দুর্লভ ক্ষণে সরস করে সে বুক।

হাসি-বিগলিত প্রগল্‌ভতায় করে না সে আলাপন ;
ছলায়-কলায় জানে না ভুলাতে মন।
টুক্‌রো কথার ফাঁকে
যে-সুর মেশানো থাকে,
সে-যে হৃদয়ের নিবিড় মমতা-ভরা ;
সন্ধ্যা-তারার করুণতা তার দু'টি চোখে পড়ে ধরা।

কর্তব্যের নীরস বালুকা জীবনে বিছানো ধু-ধু ;
তারি তলে-তলে দেয় সে ক্ষণিক মধু।
তবু যেন মনে হয়,
সেও সামান্য নয় ;—
অত্যুক্তির সে-যে আবরণহীন।
হোক্ এ ঘরোয়া, তবু তারি ছোঁয়া মেদুর করে যে দিন॥

উত্তর-বসন্ত

আমার শাখায় কবে লেগেছিল বসন্ত-বাতাস ;
আজ সে বসন্ত নেই ;
আমার ফুলের দিন সে তো কবে হয়ে গেছে শেষ ;
বৈশাখের রিক্ততায়
নেই সেই রঙিন আবেশ।

ফুরালো যে রঙের প্রহর,—
আজ কেন মনে আসে তারই ম্লান ছবিটি বিধুর !
আজ কেন ফিরে আসে সেদিনের দখিনার সুর !
পুষ্পহীন রিক্তশাখা ;—তবু হায় সন্ধানে মধুর
ফিরে ফিরে আজ কেন আসে দূর স্মৃতির ভ্রমর।

আবির্ভাব

আবির্ভাব

আমার এ-হৃদয়ের গত-পত্র, বিশীর্ণ শাখায়
আজ কেন অকস্মাৎ উঁকি দেয় গানের পল্লব !
প্রাণের উদ্‌গত কলি কেন গায় অনন্তের স্তব !
খুসির বসন্ত এসে কেন তারে আবির মাখায় !
আকাশ, ধরণী, আলো কি প্রশান্ত নয়নে তাকায় !—
আজ কেন মনে হয় অনির্বচনীয় যেন সব !
কার অন্তরের উষ্ণ দখিনারে করি অনুভব !—
পুষ্পিত মর্মের বৃন্তে সহসা সে দোলা দিয়ে যায় !

মরণকে আজ কেন মনে হয় একান্ত মধুর !
বুকের ক্রন্দন যত অকস্মাৎ গান হ'য়ে বাজে !
জীবনের সব খেই আজ যেন কোথা' হারালেম !
কে এসেছে, কে এসেছে,—আমার জিজ্ঞাসু চিত্ত-মাঝে
এক প্রশ্ন জাগে শুধু ; হৃৎপিণ্ডে উদ্দাম, বিধুর
পদধ্বনি শুনি কার !—একি প্রেম, একি তবে প্রেম !!

শ্রাবণ-স্মরণী

শ্রাবণ-শর্বরী এলো—স্মরণের গন্ধ-ভারাতুর ;
যে কথা এম্‌নি রাতে কানে তার বলেছি সেদিন,
মাটির মেয়ের কাছে আজ রাতে বিরাম-বিহীন
আকাশ শোনায় যেন সেই গাঢ়, পরিচিত সুর।
কবরী-সুবাস তার নিঃশ্বসিছে মদির, মধুর
হেনার সুরভি-শ্বাসে—পূবালি বাতাসে উদাসীন ;
সেদিন এ দেহে-মনে যে পরমা হয়েছিল লীন,—
তারি চুম্বনের স্মৃতি বহে রাত্রি বর্ষণ-বিধুর।

বাহিরে ঘনালো ছায়া ; বেদনার অন্ধকার মসী
নিশীথের বুকে লেখে হারানো সে রজনীর ভাষা !
শিখাহীন দীপখানি এক কোণে উঠিছে নিশ্বসি ;—
সর্বহর তিমিরের মাঝে যেন একটু সে আশা !—
ওরই মত ভেদ করি' বিস্মৃতির অমা-চতুর্দশী
অন্তরে জ্বলিছে আজও সর্বজয়ী, দীপ্ত ভালোবাসা।

নিরাসক্ত

বুকের কুসুম মোর অনুপম প্রীতিবাসে ভরা,—
ভাসায়ে দিলাম আজ—সে তো নয় ক্ষণিকের ভুলে ;—
ধন্য হবো এ-জীবনে, এ'রে যদি বুকে লও তুলে !
আমি তো বহিয়া যাবো চিরদিন ব্যথার পশরা।
স্মরণে রহিব, তা-ও জানি বৃথা হেন আশা করা ;—
না-হয় র'লেম একা এ-বিজন বেদনার কূলে।
মধুর মিলন-স্বপ্নে অন্য কারো স্মৃতি-দ্বার খুলে
তুমি থেকো লজ্জমানা—পলাতকা, সু-চির অ-ধরা।

মুদিত কমলসম এ-প্রেমের কোরক আমার
মর্মের গহনে আজ কেমনে যে উঠেছে কুসুমি',—
ব্যথায় উত্তাপ আর উপেক্ষার কণ্টক আঘাত
কেমনে সে অবিরাম স'য়ে-স'য়ে নিত্য-দিনরাত
নীরবে প্রস্ফুট হ'লো—সে তো হায় জানো নাকো তুমি।
—মর্ম-কোষ হ'তে ছিঁড়ে দিলেম তা-ই এ-উপহার।

তট

এ বুকের অতলান্ত, সুশীতল স্নেহের সাগরে
জেগে ওঠে অবিশ্রান্ত দিশাহারা শূন্যতার গান
তটের আশ্রয় চেয়ে ; বেদনায় রাত্রিদিনমান
সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে উদ্বেলিত কল্লোল গুমরে।
কামনা-তরঙ্গ-তুঙ্গে আবেগ-উচ্ছ্রিত ফেণা ঝরে ;
দীর্ঘশ্বাসে ওঠে শুধু বাষ্পাকুল অশ্রু-কলতান ;
চুম্বন-ব্যাকুল-মুঠি বার বার ঢেউ-এর তুফান
ভেঙে যেতে চায় তব হৃদয়ের তটের উপরে।

মুহূর্তে ফেরাও তুমি ; করুণ মিনতি যায় ম'রে
দুঃসহ লজ্জার ভরে ; উপেক্ষার অনড় শিলায়
আঘাতে আঘাতে ব্যর্থ প্রেম মোর ফিরে ফিরে যায় ;
পড়ে না ক্ষণিক দাগ ও বুকের রুক্ষ বালুচরে।
পরিপূর্ণতার ভারে ভেঙে যেতে আবার ঘনায়
আকুল মিলন-তৃষা একা একা নিশ্চুপ অন্তরে।

অবদান

নিরাসক্ত হৃদয়ের স্তিমিত এ গৈরিক নদীতে
অকস্মাৎ জেগেছিল কি দুরন্ত, দৃপ্ত কলোল্লাস ;
দ্বিধার পাথর ঠেলে তরঙ্গের অসহ উচ্ছ্বাস
চেতনার ঘুম ভেঙে ফেটে গেল অজস্র সঙ্গীতে।
আবেগের ফেনপুঞ্জ ঝরেছিল বিচিত্র ভঙ্গীতে ;
জোয়ারের মুখে সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষণ-অবকাশ
ডুবে গেল বিনিঃশেষে ; প্লাবনের ভাঙন-বিলাস
মনে হ'ল হয়ত বা সর্বনাশ ঘটাবে চকিতে।

মিথ্যা হলো সে আশঙ্কা ; বক্ষে পূর্ণতার কলগান
সুন্দরের লীলাসঙ্গী সে যে প্রেম অনির্বচনীয়।
তোমার ঊষর মরু-হৃদয়ের দীর্ণ মৃত্তিকায়
বয়ে গেল বন্যা সম তরঙ্গিত সহস্র ধারায় ;—
মুক্তির আশ্বাস-অর্ঘে রেখে গেল তার সৌম্যদান ;
সহসা হলো সে মাটি শ্যামল তৃপ্তিতে রমণীয়।

পৃথিবীকে

হে পৃথিবী, আজিকার এই মধু-বাসন্তী-বাসর,
তোমার এ-সুপ্রসন্ন অভ্যর্থনা, হাসি-গান যত
শেষ ক'রে দেবে জানি ; আবার বুকের 'পরে কত
নতুন অতিথি টেনে রাঙাবে তো প্রমোদ-প্রহর।
তোমার দ্বারের প্রান্তে প'ড়ে রবো বিরস, ধূসর,—
নিশান্তের গন্ধহারা, ছিন্ন, শুষ্ক মালিকার মত
অবজ্ঞাত, লগ্নহারা ; লীলা ভরে তুমি তো নিয়ত
ভোলাবে নতুন মন গান গেয়ে কত মনোহর।

যদি উৎসর্জন করো, তবে কেন স্বপ্নের অঞ্জন
দিলে মুগ্ধ দুটি চোখে—আর ভালবাসার প্রশ্রয় ?
রূপে-রসে কেন তবে প্রেমের বিহ্বল-স্পর্শ আনো—
এ যদি বা ছলনার মিথ্যা খেলা ? যদি ও-হৃদয়
স্মৃতির উত্তাপ ভোলে,—বিরহিনী প্রিয়ার মতন
নিবিড় আশ্লেষে তবে কেন টানো, কেন বুকে টানো ?

দুর্যোগ

সম্মুখে করাল ঝঞ্ঝা ; ঘন দুর্যোগের ভূমিকাতে
অনির্বচনীয় রূপে স্বপ্নময়ী, কেন এলে তুমি
কল্পনার শিখা মেলে। মর্মে কেন উঠিলে কুসুমি'
আজি এই মসীলিপ্ত ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ প্রলয়ের রাতে।
তোমারে বসাবো কোথা' ? উদ্দাম ঝড়ের ঝঞ্ঝনাতে
ডুবে গেছে হৃদয়ের সব গান ; মনো-বনভূমি
ক্ষুব্ধ, বিমথিত আজ ; লুটায়ে পড়েছে ধূলি চুমি'
আশার মঞ্জরীগুলি,—কি নির্মম করকার ঘাতে।

এলে যদি হে পরমা এ-দুর্গম ঘন অন্ধকারে,
প্রলয়ের দূতীবেশে এসো তবে! রসাবেশ নয়
এ ঘোর বিনিদ্র-লগ্নে ; স্বপ্নের এ মূরলী মধুর
আজ নয়, রহ সখি! শোণিতে জাগাও রুদ্র সুর ;
মোহ-ভাঙা সঙ্গীতের মূর্ছনাতে দোলাও-হৃদয়!
বাঁধো আজ অগ্নি-সেতু বহ্নি-জ্বলা বীণার ঝঙ্কারে।

দস্যু প্রেম

তোমারে রেখেছি প্রিয়া প্রেমের এ রুদ্ধ কারাগারে
মর্মের নিগূঢ় কোষে জ্বেলে নিত্য তৃষার অনল ;
লালসা-বিলাসে বুঝি এ আমার প্রণয়ের ছল,—
প্রেম নয়—আত্মরতি ; বিনিঃশেষে মুক্তি তব কাড়ে ?
চোখে জ্বেলে স্মর-বহ্নি পরিণত করি যে অঙ্গারে
লাবণ্য-কোরক তব ; চুম্বনে ঢালি যে হলাহল ;
আশ্লেষে পেশীর চাপে কণ্ঠে বেড়ি' বাহুর শৃঙ্খল
পিষে মারে রাত্রিদিন—মিলনের অন্ধ-অধিকারে।

এ মদির দস্যুতায় তোমারও কি নাই পরিতোষ ?—
দেখো নি কি ফুল-বধূ মর্ম-মধু দেয় ভালবেসে
কুসুম-কৌমার্য চোরে—নিতি যে ঝরায় তার দল ?
দেখো নি কি কমলিনী তপনের তাপে অবিরল
ঝলসিত হয়ে তবু প্রেমিকে সে চায় অনিমেষে ?
মধুর দস্যুতা তাই প্রণয়ের নয় আত্মদোষ।

বর্ষ-বোধন

বর্ষ-বোধন

বর্ষ-চক্র ঘুরে গেল—আবর্তিত ঋতু-চক্র-পথে ;
শাখায় শাখায় ফের নবোদিত কিশলয়-দল
প্রদীপ্ত প্রাণের তেজে আরবার হল যে চঞ্চল !
পুষ্পে পুষ্পে প্রগলভতা ;—রাগ-রক্ত সুধা-হাস্য-স্রোতে
ভেসে গেল মুহূর্তেই কোন্ দূর অজ্ঞাত জগতে
সন্তর্পণে পুঁজি করা জীবনের পুরাণো সম্বল।
নূতন এসেছে দ্বারে,—অতিথি সে আনন্দ-বিহ্বল ;
দিতে হবে অর্ঘ তারে দ্বিধাহীন মুক্ত-চিত্ত হ'তে ।

লাবণ্যে সাজিল শাখী ; বর্ষ-সাকী ভরিল পেয়ালা
প্রাণের পানীয় ঢেলে ; মরাগান উড়ে গেল ঝড়ে ;
আনন্দে পুরাণো তরু লীলা-রসে আবার মুঞ্জরে ;
সাজালো নূতন অর্ঘে বিকশিত পর্ণপুট-ডালা।
এসেছিল যে নির্দয় নিয়ে তার রুদ্র-অক্ষমালা,—
অপূর্ব, উদাত্ত-গানে প্রাণ তার দিয়ে গেল ভ'রে।

২

জানে তরু, এ জীবন বন্ধন-মুক্তির চির-খেলা ;
নবীনের ডাকে তাই জীর্ণতারে ফেলে দিয়ে ত্বরা
আবার নূতন মন্ত্রে ভরে তার প্রাণের পশরা ;
ও জানে ভুবন ভ'রে অচির কালেরই নিত্য-মেলা।
মৃত্যুরে তাই সে করে এমন সহজ-অবহেলা ;
তাই দৃপ্ত যৌবনের শ্যামলিমা দেয় ওরে ধরা ,
মানে না ও গতিহারা জীবনের জড়ত্ব ও জরা ;
ওর কাছে জীবনের অর্থ শুধু 'নেওয়া আর ফেলা'।

তাই তো সে নূতনের নিত্য-নব দানের শ্রাবণে
ভরিছে প্রাণের ডালি—ভুলে সব ক্ষতি আর ক্ষয় ;
বন্ধনে সে ধরা দিয়ে যে মুহূর্তে মানে পরাজয়,
সে মুহূর্তে চুপে চুপে মাধুর্যের অজস্র প্লাবনে
ভ'রে ওঠে রিক্ত শাখা ; ও জানে, এ পৃথুল ভুবনে
গতিই জীবন শুধু ; কেহ তো 'সময়হারা' নয় !

৩

আমারও এ ভীরু হিয়া মানিবে না কোন ক্ষয়, ক্ষতি ;
দুর্দম সাহসে আজি এসো তুমি নির্দয়-নূতন।
উন্মূলিত কর যত উঞ্ছ পুঁজি জীর্ণ, পুরাতন।
স্থাণুত্ব ঘুচায়ে দাও অবারিত জীবনের গতি !
ক্ষতির শঙ্কায় আজ করিব না দুর্বল বিনতি ;
জীবনে সহজ হোক্ লীলা তব হরণ-পূরণ ;
মুক্তিরে সুলভ জেনে মেনে লবো নিবিড় বন্ধন ;
মমত্ব জড়িমা সে তো,—চলা-পথে সেই তো বিরতি !

নববর্ষ এনেছে যে জীবনের অমোঘ ইঙ্গিত ;—
অতীতের স্মৃতি-রেণু উড়াইয়া দিতে দিশি-দিশি
ঝঞ্ঝাকরোৎক্ষিপ্ত যত পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলির মতন।
ভাস্বর আহ্বানে তার যে আসিছে অপূর্ব নূতন,
ললিত-কঠোর তারি অভী-মন্ত্রে আছে জানি মিশি'
জীবন ও মরণের অনাহত অশোক-সঙ্গীত।

আশ্বিন ও আকাশ

বিপ্লবী ছায়ার সেনা চকিত বিদ্যুতে বারবার
ভয়াল ভ্রূকুটি হেনে, কি নিষ্ঠুর অশনি-শাসনে
এনেছিল দুঃস্বপ্নের কালো দিন ; অশ্রান্ত ক্রন্দনে
ঝড়ের নিঃশ্বাসে কত ফুঁসেছিল হৃদয় তোমার।
বিপুল মুক্তির খোঁজে লঘু-পক্ষ করেছ বিস্তার
তবুও সুদূর শূন্যে,—নীলাঞ্জন, প্রশান্ত নয়নে
তবুও চেয়েছ হেসে ; আবার নীলের নিমন্ত্রণে
হে আকাশ, ডেকে গেলে মুক্ত ক'রে সূর্যের দুয়ার।

তোমার নীলের মায়া আমাকে বাঁধেনি নিমন্ত্রণে।
মনের আকাশ মোর এখনো হলো না সূর্য-সাধা।
প্রাণের তারারা লুপ্ত ; ধূসর এ-স্বপ্নহীন মনে
সুনীল শপথ কোথা। কুটিল চিন্তার মেঘে বাঁধা
আমার রজনী-দিন ;—তাই তো তিমিরে ব'সে কাঁদা
এখনো হলো না শেষ ; বৃথা আজ ডাকো বাতায়নে।

পথের সঞ্চয়

তোমার বেদনা নিয়ে তুমি যদি একান্ত একাকী
স'রে থাকো সঙ্গোপনে হে হৃদয়, নিখিলের তবে
স্তম্ভিত হবে না জেনো দিনযাত্রা ; তবুও নীরবে
অফুরন্ত প্রাণবন্যা ছুটে যাবে ; তবু গাবে পাখি
বনে বনে প্রভাতী-বন্দনা ; তবু নীলাঞ্জন আঁখি
আশ্বিনের লঘু দিন হেসে চাবে ; শ্যামাঙ্গুলি স্তবে
মুক্ত প্রাণ মেলে দেবে কিশলয় ; পুষ্পে ও পল্লবে
সাজাবে ঋতুর অর্ঘ বর্ষে-বর্ষে বসন্ত, বৈশাখী।

পথের প্রবাহে ভেসে যেতে যেতে যা' পাও যখনি,—
তা ই নিয়ে চলো তবে হে আমার বিধুর হৃদয়
অনিঃশেষ প্রাণণের ডাকে,—এই আলোকে-ছায়ায়
স্বপ্নের অরণ্য-বীথি বেয়ে ; জেনো, এ দীর্ঘ যাত্রায়
আনন্দ-ব্যথার দান যা' পেয়েছ—দুর্লভ সে মণি ;—
বেঁধে নাও যত্নে তারে,—পথের সে পরম সঞ্চয়।

বসন্ত

হে উজ্জীবনের কবি, দক্ষিণের প্রগল্‌ভ বাতাসে
যে গান গোপনে আনো—জীবনের মন্ত্র সে মধুর ;—
অমোঘ, অম্লান চির সে-দাক্ষিণ্য ; তার অগ্নি-সুর
শুনে তাই মৃত্যু-হিম শীর্ণ শাখে ফুলকলি হাসে।
বন্ধ্যা লতাগুল্ম সেও স্বপ্ন দেখে সোনালি আশ্বাসে
অনাগত মঞ্জরীর ; খ'সে পড়ে বিবশ, পাণ্ডুর
দীর্ণ আর জীর্ণ সর্ব আবরণ ; উষর, বন্ধুর
শ্মশানেও সবুজের গান জাগে প্রাণের উল্লাসে।

এখানে যৌবন বন্দী ; কাঁদে প্রেম শঙ্কিত, বিহ্বল ;
জড়ত্বের স্তব্ধতায় রুদ্ধ মহাজীবনের গান ;
তোমার যে-মন্ত্র শুনে মুক্তি পায় শ্যাম শষ্পদল
ধূলি-কারাগার হ'তে,—সে মন্ত্র আমাকে করো দান।
আমার নবীনছন্দে বন্ধনের কঠিন শৃঙ্খল
ছিঁড়ে যাবে পাকে পাকে—মুক্তি পাবে মূক, বন্দী প্রাণ।

ফসিল

একি মহাআত্মগুপ্তি, অথবা এ প্রচণ্ড মরণ !
এরা যে মানুষ ছিল কোনোদিন, ভুলেছে কি ক'রে ?
অসাড় উপেক্ষাভরে এদের পৃথিবী গেছে ম'রে ;—
অতল তিমিরে সব পড়ে আছে স্তব্ধ, অচেতন।
পুঞ্জীভূত ক্লেদরাশি স্তরে স্তরে জমেছে কখন
এদের উপরে শুধু,—দু'তিন শতাব্দীকাল ধ'রে ;
এদের ক্ষণিক সাড়া জাগেনাকো মৃত্তিকা-ভিতরে ,—
ফসিল হয়েছে আজ এদের তো সংজ্ঞাহীন মন।

তবু এরা একদিন চষেছিল মাটি, হাল ধ'রে
কঠিন মুষ্ঠিতে,—কত ফলিয়েছে ফসল সোনার।
এরা তো জানিত আছে উন্মত্ত, উত্তাল এক ঢেউ
পাহাড় টলায় যাহা : আজ তা' রাখেনি মনে কেউ ;—
অবজ্ঞায় ভুলে গেছে কবে মৌল আত্ম-অধিকার ;—
এদের জীবাশ্ম সব অতল গহ্বরে আছে প'ড়ে।

বিবেকানন্দ

ওপারে লালসা-লোল, রজোদৃপ্ত বৈশ্য-সভ্যতার
দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা, ভোগ-সুখ, ধন-ধান্য, বল,
ইহ-সর্বস্বতা, জড়-বিজ্ঞানের কল-কোলাহল,
স্বার্থপর স্বাধীনতা, পান, যান, ভোজ্যের সম্ভার।
বিচিত্র-বসনা যত নির্লজ্জ, বিদুষী ললনার
নবভঙ্গি, নবভাব বাসনারে' করিছে প্রবল ;
বিদ্যা—অর্থকরী ; পূজা—ব্যক্তিপূজা ; রাষ্ট্রনীতি,—ছল
অপূর্ব উপায়মাত্র ; উদ্দেশ্য—বিশ্বেরে বঞ্চনার।

এপারে মনীষা-ব্যক্ত,আশাদায়ী আত্মার কল্যাণ,
বল্কল, সমাধি, জটা, তপোবন, উপবাস, ব্রত,
মৈত্রেয়ী, সাবিত্রী, সীতা ; সুকঠোর আত্ম-বলিদান ;
উদ্দেশ্য—নির্বাণ-মুক্তি ; বিদ্যা—আত্মতত্ত্বানুসন্ধান ;
উপায়—সর্বস্ব ত্যাগ ; ক্ষীণস্বরে বলিছে নিয়ত
প্রাচীন ভারত ;—শোনে সদ্যঃজাগা ভারত-সন্তান।

২

তখনো কাটেনি ঘোর—দোলে শুধু সংশয়-দোলায়
প্রবুদ্ধ ভারত; তারে কেবা ব'লে দেবে ঋতপথ?
অধ্যাত্ম-কল্যাণ-মোহে মগ্ন হ'য়ে বুঝি ভবিষ্যৎ
তমোসমাচ্ছন্ন হয়—এ কথা সে ভাবে নিরুপায়।
আবার কে যেন বলে: 'এ সংসারে অনিত্যতা হায়
বড় স্পষ্ট দোষ;—তাই হে মানব, সন্তোষ মহৎ
কোথা পাবে?' সেই বাণী কানে শোনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ;
চক্ষু নিপীড়িত তার ক্ষণ-দীপ্ত বিদ্যুৎ-বিভায়।

এমনি পরানুবাদ, ক্লৈব্যের আঁকড়ি' নিরন্তর
স্বজাতি-নিন্দিত আর বিজাতি-বিজিত এ-ভারত
দ্বিধাগ্রস্ত যবে, তুমি হে সারথি, নিয়ে সত্যরথ
নবীন জীবন-গীতা শুনায়েছ পুরুষ-প্রবর।
স্বধর্মের বাণীমূর্তি, খুলে দিলে ঋতের জগৎ;—
এ নব্যভারত শোনে বজ্র-গর্ভ দেশাত্মার স্বর!

রবির প্রতি

দীপ্ত রশ্মি বিকীরিয়া মধ্যাহ্নের তাপস তপন
নিখিল ভরিয়া তোলে পুলকিত প্রাণের আহ্বান।
নীলাব্জ নয়নে চেয়ে গায় তার আবাহনী-গান
অনন্ত উদার এই দিশাহারা সমস্ত গগন।
বিরাট বিরাটে বোঝে ;—তাই তো সে করেছে ধারণ
বিপুল তরুণ অর্কে, তাই তারে করে সেবাদান।
ভীরু শিশিরের বিন্দু চঞ্চলিত অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
কেমনে ধরিবে তারে—তেজে যার প্রদীপ্ত ভুবন ?

আমার এ চিত্তখানি শিশিরের মতই নিয়ত ;—
স্তুতি ও নিন্দার বায়ে কম্পমান হে বিরাট রবি !
কেমনে ধরিব তোমা ? তবুও তো ছোটো হয়ে কত
আমারও এ ক্ষুদ্র বুকে ধরা দিয়ে ফেলো প্রতিচ্ছবি।
দিয়েছ যেটুকু ধরা, তারি সুমধুর স্পর্শ লভি'
আমারও জীবন হলো টল্‌টলে মুকুতার মত ॥

মোহিতলাল

পক্ষবান্ হয়রাজ ছুটেছিল হ্রেষার গর্জনে
ভাবের সুদূর নভে ; তারে হেরি' উন্মুখ কবিরা
ছুটেছিল পিছে তার পান করি' মোহের মদিরা ;
ক্বচিৎ কেহ-বা তারে বাঁধিয়াছে বল্গার বন্ধনে।
তুমি সেই ভাগ্যবান—সে-দুরন্তে সুরের শাসনে
ফিরাতে সানন্দে তব মূর্ছাতুর শিরা-উপশিরা ;
কণ্ঠ হ'তে খুলি' তার বজ্র-সুকঠিন সেই গিরা
স্বচ্ছন্দে চরালে তারে কবিতার ফুল্ল-ফুলবনে

কঠোর রুদ্রের সাথে মিলাইয়া রতির সাধনা
এদেহের মনোভবে পারিজাত পরায়েছ গানে ;—
সে নয় রিরংসা-গীতি ; অ-ধরার ওষ্ঠ-মধু-পানে
চির-পিপাসিত প্রাণ সুন্দরের করেছ বন্দনা।—
যার লাগি' লাখো লাখো যুগে কারো হৃদি জুড়াল' না,
ভরেছ তাহারি সুর এক করি' বাঁশি ও বিষাণে॥

অসুস্থ

হে পৃথিবী, দিকে-দিকে তুমি তো করেছ অবারিত
তোমার হৃদয়-দ্বার ;—মধুর, বিনম্র-আমন্ত্রণে
ডেকেছ আমাকে তুমি কতবার কত অকারণে ;—
তবু কেন মুহূর্তেও সে-ডাকে হই নি অবহিত !
মোহন ঋতুর ডালি কত উপহার পেয়েছি তো,—
বিচিত্র সে-দান কেন তবুও তোলেনি সাড়া মনে !
অভিসারিকার বেশে দেখা দিয়ে গেছ ক্ষণে-ক্ষণে
আমায় জাগর-স্বপ্নে ;—তবু কেন হইনিকো প্রীত।

বিকারের রোগী আমি ;—আরোগ্যের সুধা-পাত্রখানি
টেনে ফেলে দিয়ে দূরে, তোমার রূপের প্রেত-চ্ছবি
ধ্যান করি অবিরাম ; ক্লিষ্টতর অশ্রান্ত প্রলাপে
কাটে দীর্ঘ রাত্রি-দিন,—বিকৃত আমার চোখে সব-ই।
আচ্ছন্ন রয়েছে দৃষ্টি হৃদয়ের জ্বরের উত্তাপে ;—
প্রাণে পশেনাকো তাই মুক্তির সহজ, মৌনবাণী ॥

নারী

কবির কল্পনাকাশে ছিলে দীপ্ত শশী অচঞ্চল ;
প্রাণের পেয়ালা ভ'রে ঢেলে দিয়ে জ্যোৎস্না অমলিন,
অনির্বচনীয়তার ব্যঞ্জনায় যে মায়া-মণ্ডল
রচনা করেছ নিজে—চিরদিন সে উপমাহীন।
পৃথিবী ধূলির বটে ; তবুও তো মেদুর, শ্যামল
তৃণ, ফুল, নীলাকাশ নিয়ে সে অপূর্ব চিরদিন।
তুমিও শরীরী বটে ; তবু ছিলে পেলব কোমল
অশরীরী সৌন্দর্যের স্বপ্নময় লাবণ্যে নিলীন।

আজ আর কবি-চক্ষে টেনে দিয়ে মায়া-আবরণ
প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতি ঢালোনাকো অসীম, অগাধ ;
ত্রুটির কলঙ্কগুলি হয়ে আজ মসীর বরণ
ধরেছে ক্ষতের রূপ ;—চিত্তে নেই সৌন্দর্যের ফাঁদ।
নিরুত্তাপ বক্ষ —নেই রূপ, রঙ্, প্রাণের লক্ষণ ;
'কবির 'চন্দ্রমা' নও, তুমি আজ বিজ্ঞানীর 'চাঁদ' !

রোগ-শয্যায় শরৎ

অনেক দিনের পর আমার এ রোগ-শয্যা'পরে
সচ্ছল শরৎ এলো, সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
উৎসুক দু'চোখ মেলে একা বসে দেখি বিছানায়—
বহুদূর নীলশূন্যে ঘুরে ঘুরে শঙ্খচিল ওড়ে।
মাটিতে-আকাশে আজ মিতালি পাতালো পরস্পরে ;—
দেখি তাই অপরূপ মেশামেশি সবুজে-সোনায় ;
সে খুশির কিছু আজ আমাকেও আতিথ্য জানায় ;
সমস্ত ভাবনা মুছে ডাক দেয় উজ্জ্বল প্রহরে।

রোগীর জগতে ব'সে কর্মহীন, দায়-ভোলা দিনে
নতুন চোখে যে আজ দেখি এই নীলাভ শরৎ ;
কি দুর্লভ রূপে আজ দেখা দিল সমস্ত জগৎ !
আমার যে ভালোবাসা—এ মুহূর্তে নিয়েছে সে চিনে
বিশ্ব-আকাশের এই অতিথিরে !—তাই কালিমাখা
মরণের পটে দেখি উন্মুখ প্রাণের ছবি আঁকা।

অহল্যা

আমার এ মর্মতল বিস্মৃতির একি অবলেপে
সমাচ্ছন্ন! কোন্ গূঢ় অভিশাপে নিশ্চল এখানে?
আমাকে বেঁধেছ বলো কে এমন নিষ্প্রাণ পাষাণে?
দেখেছি কি কোনোদিন বসন্তের ত্রস্ত পদক্ষেপে
সুন্দরের অভিসার জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ব্যেপে?
তবু যেন মনে হয়, কুসুমিত অরণ্যের গানে
ইশারা এসেছে কার! মঞ্জরিত লতার বিতানে
ডেকেছিল গুঞ্জরণে একদিন উন্মত্ত দ্বিরেফে!

এখনো তো জাগে বনে বসন্তের স্পর্শ মোহময়!
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের চোখে জাগে প্রেম-মদালস!
সুন্দরের ছোঁয়া লেগে জল-স্থল বিমুগ্ধ, অবশ;—
শিলীভূত সত্তা মোর শুধু অনিমেষে চেয়ে রয়।
আমার সুন্দর এসে দিয়ে তার মোহন পরশ
আমাকে জাগাবে কবে—কাঁদে স্তব্ধ অহল্যা-হৃদয়।

শরৎ

বেজেছে আলোর সুর মর্তের বাঁশিতে আরবার।
সূর্যের দুয়ার রুধে ছিল যত ছায়ার প্রহরী,—
মৌসুমী-জাহাজে তারা ধীরে ধীরে গেল অপসরি'।
দান-রিক্ত মেঘেদের আবার তো বিচ্ছিন্ন ভেলার
পাড়ি জমে আকাশের স্বচ্ছ গাঙে ; সব চিন্তা-ভার
মুক্ত ক'রে, মরতের কোলে ফের এলো অবতরি'
শরতের শুভ্র দেব-শিশু। ফের ফিরিছে সন্তরি'
কর্মহীন শঙ্খচিল—মথিয়া নীলিমা-পারাবার।

ছুটির সানাই বাজে অশ্রু-ধৌত নিখিল ভুবনে।
আমার ভুবনে তবু এলো না ক্ষণিক অবসর।
আমার আকাশ কেন মেঘে মেঘে, অশনি-শাসনে
বিষণ্ণ করেছে মোর দিবসের সমস্ত প্রহর।
আশ্বিনের আকাশের মত মুক্ত এ মানস-নভে
শুচি-শুভ্র ভাবনার লঘু মেঘ ভাসাইব কবে ?